যুগান্তর

তারিখ 28 JAN 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

সরকারি কলেজ শিক্ষকদের কর্মবিরতি স্থগিত

যুগান্তর রিপোর্ট

সমস্যা সমাধানের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মবিরতি স্থগিত করেছেন সরকারি কলেজের শিক্ষকরা। তারা আজ থেকে ক্লাসে ফিরে যাবেন। বুধবার এক বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেয়া হয়। জানা যায়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ ও শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন কর্মসূচি স্থগিত করতে অনুরোধ করেছিলেন। পেছন থেকে সার্বিক বিষয় তদারকি করছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এসব তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি বুধবার বিকালে এক সভা ডেকে আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কর্মসূচির পাশাপাশি আন্দোলন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

শিক্ষা সচিবকে ২৬ দফা প্রস্তাবনা

সিনিয়র সচিবদের সঙ্গে প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় কমিটির বৈঠক আজ

অষ্টম পে-স্কেলে বৈষম্য নিরসন ও বিভিন্ন দাবিতে কলেজ শিক্ষকরা মঙ্গলবার তিন দিনের লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করেন। কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন ছিল বুধবার। এদিন দুপুরে শিক্ষা সচিব বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় তিনি কর্মসূচি স্থগিতের জন্য শিক্ষক নেতাদের অনুরোধ করেন। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবও এ বিষয়ে ফোন করে অনুরোধ করেছেন। এর পরই সমিতির জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। এতে সমিতির ২০ জন কেন্দ্রীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে সংগঠনটির সদস্য সচিব আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষা সচিব তিনটি বিষয়ে আমাদের আশ্বস্ত করে

স্থগিত : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

স্থগিত : শিক্ষকদের কর্মবিরতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বলেছেন যে, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করবেন। এ ক্ষেত্রে সমিতির মতামত অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বিষয় তিনটি হচ্ছে— এক. সব অধ্যাপক যাতে গ্রেড-৩ পান সে বিষয়ে প্রস্তাব পাঠানো। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত আছে। এটি বাস্তবায়নে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। দুই. শিক্ষকদের পদোন্নতির জট দূর করতে 'পদোন্নতি- সোপান' তৈরির বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন। তিন. সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল না থাকলে বিকল্প প্রস্তাব রাখার বিষয়েও সুপারিশ করবেন তিনি।

বৈঠকের একটি সূত্র জানায়, সমিতির নেতারা সমস্যা সমাধানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) থেকে পাঠানো প্রস্তাবের সঙ্গে নিজেদের দ্বিমতের কথাও সচিবকে অবহিত করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সচিব আশ্বস্ত করেন যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য তৈরি করা প্রস্তাবনার ওপর সমিতির নেতাদের মতামত নেবেন। তারা প্রস্তাবনার সঙ্গে একমত পোষণ করলেই তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।

সূত্র আরও জানায়, এরপরই বৈঠকে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা শিক্ষা সচিবের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ৮ পৃষ্ঠার ওই প্রস্তাবনায় গ্রেড-১ পদ চাওয়া হয়েছে ৪২টি, গ্রেড-২ চাওয়া হয়েছে ৪৩২টি, গ্রেড-৩ চাওয়া হয়েছে ৭৮৬টি এবং গ্রেড-৪ চাওয়া হয়েছে ২ হাজার ৩৬৭টি। এছাড়া টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বহাল রাখার দাবি করে বলা হয়েছে, এটা সম্ভব না হলে বিকল্প সৃষ্টি করতে হবে। নইলে সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না।

এ প্রসঙ্গে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নাসরীন বেগম যুগান্তরকে বলেন, কৃষিবিদ, চিকিৎসক এবং সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি জটিলতা ও সমস্যা বেশি। এ তিন ক্যাডারে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল না রাখলে জটিলতা দূর করা যাবে না। তবে সমস্যা দূর করতে অর্থমন্ত্রী ২১ নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করলে আর জটিলতা থাকে না।

উল্লেখ্য, দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সরকারি কলেজ শিক্ষকরা ৪ ধাপে আন্দোলন কর্মসূচি ডেকেছিলেন। প্রথম ধাপে এবারের এ কর্মবিরতি শুরু হয়। দ্বিতীয় ধাপে আগামী ৬ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ক্লাস বর্জন কর্মসূচি ছিল। এর মধ্যেও দাবি পূরণ না হলে ১৩ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন আর ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে পরীক্ষা ও ক্লাস বর্জনসহ লাগাতার কর্মবিরতির কর্মসূচি ঘোষণা করা ছিল। ১৫ ডিসেম্বর অষ্টম পে-স্কেলের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এরপর থেকেই বিভিন্ন দাবিতে সরকারি কলেজের শিক্ষকরা আন্দোলন করছিলেন।

সিনিয়র সচিবদের সঙ্গে বৈঠক : এদিকে প্রকৃচি-বিসিএস (২৬ ক্যাডার) সমন্বয় কমিটি আজ সিনিয়র সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে বসছে। সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। বৈঠকে প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম এমপি নেতৃত্ব দেবেন।